১৯ অধ্যায়

ভীমরাও রামজি আমবেদকর : ...
জাতব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা

B. R. Ambedkar : Social Justice and Depressed Class : Movements against Caste system and untouchability

১৯.১. প্রাক্ কথন Introduction :

ভারতীয় সংবিধান রচনার ইতিহাসে ভীমরাও রামজি আমবেদকরের সক্রিয় ও বৌদ্ধিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ভীমরাও রামজি আমবেদকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৯ সালের ১৪ই এপ্রিল, মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায়ের এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। মহারাষ্ট্রে 'মাহার' সম্প্রদায় ছিল অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। একটি ভারতীয় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণের জন্য সমগ্র জীবন তাঁকে দুঃখ, ক্রোধ, হতাশা ও অবমাননা বহন করতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের একজন বিদগ্ধ আইনবিদ, ব্যবহারজীবী ও অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ। অত্যন্ত মেধাবী এই মানুষটির ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (Columbia University), লন্ডনের London School of Economics এবং জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর প্রখ্যাত রচনা "The Problem of the Rupee", "Small Holdings in Indian Currency and Banking" ও "Evolution of Provincial Finance in British India", তাঁকে বৌদ্ধিক জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান করেছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি রেখেছেন "Who were the Shudras?" The Untouchables "Caste in India" এবং "Annihilation of Caste" প্রভৃতি অসামান্য গ্রন্থগুলিতে। ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন পুরোধা পথিকৃৎ। তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায়ের ও জাতিগুলির মনোবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা দাবিগুলির তিনি ছিলেন একজন উগ্র মুখপাত্র। ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের প্রাচীন ও আদি প্রবক্তাগণ, বিশেষত 'মনু'কে তিনি তীব্র ও তিক্ত সমালোচনার শরে বিদ্ধ করেছিলেন। প্রাচীন সূত্র সাহিত্য 'মনু সংহিতা' ও 'মনু-স্মৃতি', তাঁর মতে হিন্দু সমাজব্যবস্থায় 'দলিত শ্রেণি' সৃষ্টির প্রধান উৎস। আমবেদকর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংকীর্ণতা, বিকৃতমানসিকতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ হেনেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুসমাজের পশ্চাদপদ ও অস্পৃশ্য শ্রেণির সামাজিক শোষণের জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দুষ্ট ও ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ি। তাঁর ভাষায় : "One can do nothing with the Brahmanic theories except to call them senseless ebullitions of a silly mind"[১] সংকীর্ণ মানসিকতার অনুভূতিহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত ব্রাহ্মণ্যবাদী তত্ত্বগুলির বিষয়ে অন্য কিছুই বলা যায় না।

আমবেদকর শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে তাঁর অশান্ত, অপমানিত জীবনের পরম প্রশান্তি লাভ করেন। আমবেদকর রচিত "The Budha and his Dhamma" গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মকে মার্কসবাদের বিকল্প একটি নৈতিক ও সহনশীল তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাঁর অনুগামীরা আমবেদকরকে বিংশ শতাব্দীর বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধের অবতার রূপে বর্ণনা করে গর্ববোধ করতেন। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ তাঁর উত্থানের প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ছিল। বরোদার মহারাজার আর্থিক আনুকূল্যে তিনি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমবেদকরের আপোষহীন ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

১. B. R. Ambedkar : *Who were the Shudras*? P. 57

Scanned with CamScanner

সাহায্য করেছিল। তাঁর কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ তাঁকে জাতীয় নেতার মর্যাদা প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।

১৯.২. আমবেদকর ঃ সামাজিক ন্যায় Social Justice

প্রেক্ষাপট : প্রাচীন ভারতবর্ষে আমরা এমন অনেক ব্রহ্মবিদ্ ঋষির পরিচয় পাই, যাঁদের জন্মরহস্য অবগুণ্ঠনে আবরিত। তাঁদের প্রকৃত মাতা বা পিতার পরিচয় অজানা অথবা সমাজচ্যুত মাতার গর্ভে তাঁদের জন্ম। কিন্তু অসাধারণ মেধাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁরা ভারত ইতিহাসে ক্ষণজন্মা পুরুষ রূপে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক সমাজে সু-জন্ম নয় সু-মেধা ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি সামাজিক স্বীকৃতির অন্যতম মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে ক্রমশ জাতব্যবস্থা ভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা ও বৈষম্য সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে, সামাজিক সংঘাত ও জাতি-বিদ্বেষের অনৈক্য-পীড়িত সমাজে জাতি-দ্বন্দ্বের অনেক কাহিনি অশ্রুত নয়। পরশুরামের নিক্ষত্রিয়করণের বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্বের লোক-কাহিনির উদাহরণ স্মরণীয়। আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বের এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের জাতব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ নিহিত।

বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, কবিরবাদ, ব্রাহ্মসমাজ, আন্দোলন ও আর্যসমাজ আন্দোলনের মূল কারণ হল বিদ্যমান জাতব্যবস্থা জনিত অসাম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগত প্রতিবাদের ভিত্তি রচনা। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় উচ্চশ্রেণিগুলির ভণ্ডামি ও 'ছুৎ মার্গের' বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যদিও তিনি জাতব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সকল হিন্দুকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি মহৎ নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব দান করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত বৌদ্ধধর্মের 'ধম্মপদ' নীতির অনুসারী। মহাত্মা গান্ধিও অস্পৃশ্য শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের স্বপক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন। যদিও আমবেদকর মহাত্মা গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী ভূমিকাকে খুবই সন্দেহের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, একজন উচ্চশ্রেণির হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য ও দলিত শ্রেণির সমবেদনা উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়।

■ সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ও দলিত শ্রেণি ঃ Social Justice and Depressed Class

ভারতে সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে ড. বি. আর আমবেদকর দলিত শ্রেণির, বিশেষভাবে অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছেন। যদিও সামাজিক ন্যায় বা সামাজিক মর্যাদা অর্জনের সংগ্রামে তাঁকে অগ্রপথিক বলা যাবে না। তাঁর পূর্বে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ণ বিরোধী আন্দোলন, বিশেষত, অস্পৃশ্য ও দলিত শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ফুলে নিজে মধ্যবর্ণের মানুষ হয়েও শূদ্র, অচ্ছুৎ ও পশ্চাদপদ শ্রেণির সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চবর্ণের কায়েমি স্বার্থকে ধ্বংস করতে হলে, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করা প্রয়োজন, এই সত্য তিনি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। জ্যোতিরাও ফুলেই প্রথম শূদ্র ও অতিশূদ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন। ড. আমবেদকর স্বীকার করেছেন, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ঐক্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল—এই দুটি ধারণা তিনি ফুলের উত্তরসূরী হিসাবে লাভ করেছেন। মহাত্মা ফুলের মৃত্যুর সময় আমবেদকরের বয়স ছিল মাত্র দশ, সেইজন্য তাঁর পক্ষে ফুলের বর্ণবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

আমবেদকরের মতে, চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে নির্মিত হিন্দুসমাজ কাঠামোটিই হল সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের জন্মদাতা। এবং জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার মতো মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা সামাজিক অন্যায়েরই একটি বিশেষ রূপ। সামান্য মেরামতি ও উপশম ব্যবস্থার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার মতো জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয়—এই সত্য তিনি হৃদয় দিয়েই অনুভব করেছিলেন। তিনি আমূল সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে এই অনৈক্য সৃষ্টিকারী সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্ণব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনে উচ্চবর্ণের স

Scanned with CamScanner

মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। বর্ণ হিন্দুদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত হানলে, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সে বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। পরাধীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে ধর্ম, জাত-পাত, শ্রেণি, বর্ণ, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর জটিলজাল অতিক্রম করে এক জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আত্মপরিচয়ে স্থিত একটি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়তার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সর্বশ্রেণির ভারতবাসীকে একটি সংহত উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধায় পরিণত করতে হলে, ভারতের খণ্ডিত সামাজিক ব্যবস্থা ও জাত-পাতের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে উৎপাটিত করা প্রয়োজন—এই বোধও তাঁর ছিল। ভারতীয় সমাজের সুপ্রাচীন বর্ণব্যবস্থার ও বর্ণভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর বিনাশ বা সংস্কার কোনটিই যে সহজসাধ্য নয়—এই উপলব্ধি তাঁকে পীড়িত করেছে। একই সঙ্গে যে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম তিনি চেয়েছিলেন, তা যে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবাসীর ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের স্বার্থের অনুকূল হয়ে উঠবে না, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

মানসিকভাবে আমবেদকর সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোদুল্যমানতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন একশো শতাংশ জাতীয়তাবাদী হতে হলে তাঁকে নিম্নবর্গের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। অপরদিকে নিম্নবর্গের প্রবক্তা হিসাবে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার জনকের গৌরব তিনি হারাবেন। এই সংশয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জগতে ছায়া ফেলেছিল। পথহারা এক পথিকের মতো ভারতের জাতি ও বর্ণ কন্টকিত সমাজে তাঁর অবস্থান, কখনো একজন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী নেতা, আবার কখনো দলিত ও 'পিছড়েবর্গের মসিহা' রূপে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে।

১৯.৩. ভারতীয় সংবিধান ও সামাজিক ন্যায় :

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে স্বাধীন ভারতের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়ন ছিল সর্বাধিক জটিল একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত গণপরিষদে ড. বি. আর. আমবেদকরের বিদগ্ধ ভূমিকা তাঁকে আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণের জন্য যে অপমান, লাঞ্ছনা ও সামাজিক বৈষম্যের অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাকেই তিনি পাথেয় করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সংবিধানকে তিনি বর্ণব্যবস্থার মূল উপাদানগুলি ধ্বংসের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, স্বাধীন ভারত নির্মাণের পথে স্বৈরাচারী সংখ্যাগরিষ্ঠ' হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবকে প্রতিরোধ করা। তিনি জানতেন, বর্ণহিন্দুরাই ভারতীয় সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণিই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি চেয়েছিলেন তাদের সেই অশুভ শ্রেণি স্বার্থবাহী প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে। যে সংগ্রাম তিনি দীর্ঘদিন করেছিলেন সামাজিক ক্ষেত্রে, সেই সংগ্রামকে তিনি সম্প্রসারিত করলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। পশ্চাদপদ, দলিত ও অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল তাঁর কাছে জরুরি বিষয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সামাজিক ন্যায় বন্টনের উপযুক্ত হাতিয়ার হল রাষ্ট্র এবং সংবিধান হল রাষ্ট্রের 'Steering wheel'। সুতরাং সংবিধানের মাধ্যমেই ভারতের প্রাচীন জাতব্যবস্থাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব।

অনুসূচিত জাতি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি সরকার পরিচালিত সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের জন্য 'সংরক্ষণের' রক্ষাকবচের সুপারিশ করেন। শতাব্দী ব্যাপী ভারত ইতিহাসে পশ্চাদপদ, দুর্বল, দলিত ও অস্পৃশ্যদের যে বৈষম্যের স্বীকারে পরিণত করা হয়েছে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি 'Compensatary Discrimination' বা ক্ষতিপূরণমূলক বৈষম্যের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমানাধিকার (equality before law) এবং আইনের দ্বারা সকলের সমান সুরক্ষার (equal protection of laws) বিধান ঘোষণার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা

Scanned with CamScanner

অতুলনীয়। সংবিধানের ১৪ ও ১৭ ধারায় 'অস্পৃশ্যতাকে' শুধু নিষিদ্ধ করাই হয়নি, অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের জন্য শাস্তিযোগ্য আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ ঘোষণার মাধ্যমে, অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের মানুষদের আবহমানকালের লাঞ্ছনা ও দুঃখকষ্টের অবসানের উদ্দেশ্যে একটি সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য ঘোষিত এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ভারতকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

আমবেদকর মনে করতেন অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্গের সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার জন্য ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কুসংস্কারগ্রস্ত মানসিকতাও সমানভাবে দায়ী। সেইজন্য তিনি অস্পৃশ্য ও তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক (I.A.S) সহ সমস্ত উচ্চ প্রশাসনিক পদে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের (Second Round Table Conference) সময় তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্রের দাবিও জানিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি নিম্নবর্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে একটি নীরব ও রক্তপাতহীন বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

জহওরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা থেকে আমবেদকর ১৯৫১ সালে পদত্যাগ করেন। এইসময় তাঁর মনে হয়েছিল যে উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহযোগে তিনি স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের নবনির্মাণ ও প্রথম সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা সফল হয়নি। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের দলিত ও পশ্চাদপদ জাতিগুলির আর্থসামাজিক অধিকার প্রদানে ব্যর্থতার অভিযোগ করেন। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় সংসদে তিনি নিজেই অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযুক্ত হন। এই অভিযোগে তিনি খুবই বিচলিত হন এবং এই প্রসঙ্গে বলেন— "আমার সুহৃদদের বক্তব্য হল, আমি সংবিধান রচনা করেছি, কিন্তু আমি নিজেই সেই সংবিধানে অগ্নি-সংযোগ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে চাই। কারণ এটি কারও স্বার্থই রক্ষা করে না।" আমবেদকর অস্পৃশ্য জাতিগুলির জন্য অনেক বেশি পরিমাণে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানকেই তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস পূর্ণতা পায়নি, সেইজন্য তিনি শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে 'বৌদ্ধ' ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করতে আগ্রহী ছিলেন।

আমবেদকর হিন্দুধর্মের সামাজিক বৈষম্য জনিত ন্যায়হীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সামাজিক কাঠামোর একটি বিকল্পের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি জন্মকালীন ধর্ম অনুসরণের বাধ্যতামূলক কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সচেতন ভাবে বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা ধর্মগ্রহণের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে তিনি বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই সামাজিক ন্যায় লাভের সম্ভাবনার পরিমাণ অধিক বলে মনে করেছিলেন। তাঁর রচিত "The Budha and his Dhamma" গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধধর্মের একটি যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্ম হল, জাত-পাত, বর্ণ-অবর্ণ ব্যবস্থার জটিলজালে আবদ্ধ হিন্দু সামাজিক কাঠামোর তুলনায় বৌদ্ধ-সংঘ সমজাতীয়তার আদর্শে বিশ্বাসী একটি আধুনিক ধর্ম প্রণালী। আমবেদকর সামাজিক ন্যায়ের সন্ধানে ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী হলেও এই ধর্ম কিন্তু ভারতের আবহমানকালের জাতি-বিন্যস্ত সামাজিক কাঠামোর আমূল সংস্কারের মাধ্যমে জাতিভেদের মূল উৎপাটনে উদ্যোগী হয়নি। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তীব্র ক্ষোভে তিনি দেশভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়াসকে সমর্থন করেছেন। তাঁর বক্তব্য ঃ "No partition but the abolition of the Muslim League and the formation of a mixed party of Hindus and Muslims is the only effective way of burying the ghost of Hindu Raj" আবার একই সঙ্গে বলেছেন ঃ "Once it becomes certain that the Muslim

Scanned with CamScanner

want Pakistan there can be no doubt that the wise course would be to concede the principle of it".[২] সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "Pakistan would liberate both the Hindus and Muslims from the fear of enslavement and encroachment." তাঁর মতে, পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই দাসত্ব ও দখলদারীর ভীতি থেকে মুক্তি লাভ করবে।

● **উপসংহার :**

ড. ভীমরাও রামজি আমবেদকর আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অস্পৃশ্য ও অনুসূচিত জাতির একজন অগ্রণী সামাজিক প্রবক্তা রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অস্পৃশ্য জনজাতির বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যুগ যুগ ব্যাপী যে অন্যায়, অত্যাচার ও দমন পীড়নমূলক আচরণ করেছে, আমবেদকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার প্রতি তাঁর নিন্দা ও ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। তাঁর রচনাবলির ছত্রে ছত্রে এই ঘৃণা তিনি তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম ছিল প্রগাঢ়, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন জাতীয় সংহতির একজন প্রবল প্রবক্তা। বিদেশি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অপেক্ষা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অন্যায় অত্যাচার থেকে অস্পৃশ্য দলিতবর্গের সামাজিক স্বাধীনতা ও মুক্তি যে অধিক জরুরি একটি বিষয় আমবেদকরের এই বক্তব্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা হিন্দুজাত-ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ যাই হোক না কেন, আধুনিক ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই জাতি-কাঠামো যে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক, সেই সত্য অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং জাতি-বিভাজন জনিত সম্ভাব্য জাতি সংঘর্ষের সামাজিক সমস্যার প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমবেদকরের প্রতি আমরা ঋণী। এই সামাজিক সমস্যাটির যথাযথ সমাধান ব্যতীত শুধু হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা নয় সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামোই ধ্বংস হয়ে যাবে—এই আশঙ্কাও অমূলক নয়। বৈধতার ভিত্তিতে একটি উদার আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্মাণ কার্যে, শত শতাব্দী ব্যাপী উপেক্ষিত ও দলিত সম্প্রদায়গুলিকে আইনগত অধিকার প্রদানের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-নাগরিকতার প্রকৃত মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

প্রায় দশ কোটি মানুষের তথাকথিত অস্পৃশ্য ও দলিত জনসমাজের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যাগুলি উপেক্ষা করে আর যাইহোক একটি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ যে সম্ভব নয়—এই নির্মম বাস্তবের প্রতি আমবেদকর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলি, বক্তৃতা, নেতৃত্ব ও গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ড. ভীমরাও রামজি আমবেদকর আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদাময় শ্রদ্ধার স্থান অর্জন করেছেন।

Scanned with CamScanner